ইক্‌বাল নজ্‌রুল নামাহ্‌

•

•

•

en

মীজানুর রহমান

With the Compliments of
Iqbal-Nazrul Islam Society.
5, Purana Paltan, Dacca-2 (Tel 5739)
to
Iqbal Academy
....
for favour of perusal/review.
Date 7/2/60
M Rahman
(*Mizanur Rahman*)
Chairman.

ইক্‌বাল-নজ্‌রুল নামাহ্‌

اقبال نذرل نامہ

اقبال اور نذرل کی شاعری

মীজানুর রহমান میزان الرحمن

ও

নূরুল ইস্‌লাম نورالاسلام

Iqbal-Nazrul Islam Society
Estd. 1959
Date.........
DACCA.

1960

ইক্‌বাল-নজ্‌রুল ইস্‌লাম সোসাইটী
৫নং পুরাণা পল্‌টন, ঢাকা—২
টেলিফোন : ৫৭৩৯

প্রকাশনী নং ৪

প্রথম সংস্করণ—জানুয়ারী, ১৯৬০

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 3/019 LAHORE

মূল্য : দুই টাকা

মুদ্রাকর :
এ· আর· খান
ইডেন প্রেস
ঢাকা—১

ইক্‌বাল—নজ্‌রুল নামাহ্‌

ইক্‌বাল-নজ্‌রুল ইস্‌লাম সোসাইটীর
অন্যান্য পুস্তক

১। ইক্‌বালের রোবায়ী ও কিত্‌য়া
২। Revolution
৩। Nazrul Islam
৪। Some Ghazals of Nazrul Islam
৫। ইনকেলাব ঃ বাংলা ও উর্দু
৬। জু'য়ে আজল ঃ 'মৃত্যু-ক্ষুধা'র উর্দু তর্জমা
৭। ইক্‌বালের গজল ঃ বালে জিবরীল হতে
৮। ইক্‌বালের কবিতা ঃ "
৯। ইনকেলাব ঃ বাংলা ও উর্দু
১০। Poet In Bloom
১১। কিশোর নজরুল
১২। কিশোর ইক্‌বাল
১৩। পথের পয়গাম
১৪। Nazrul Islam in the Eye of His Friends
১৫। Iqbal in the Eye of His Friends
১৬। শিক্‌ওয়া ও জওয়াব

যা রয়েছে

১।	উৎসর্গ	৩
২।	আশীর্বাদ	৫
৩।	পরিচিতি	৭
৪।	তমহীদ	১৩
৫।	ইক্‌বাল	২৩
৬।	নজরুল	৩৩
৭।	জাগরনী	৪৭
৮।	তাম্মাৎ-বিল্‌-খায়ের	৬৩
৯।	ইশ্‌তেহার	৭১
১০।	শাখা সমূহ	৭২

উৎসর্গ

"সবুজ-মহল" মাঝে ডেকেছিল দরদের বান,
দরদী দিলের ডাকে, হে দরদী মীজান মহান।
তোমার স্নেহের ঋণ শোধিবারে শক্তি মোর নাহি,
তাইতো তোমারি ডাকে কবিতার এই জারী গাহি।
"ইক্‌বাল-নজরুল নামাহ্‌" লিখিলেক তুমি মোর সাথে,
আমার রচনাটুকু সবিনয়ে দিনু তব হাতে।
তোমার পরশ পেয়ে বাণী মোর বনিল সবল,
ফুটি-ফুটি কলি সব প্রস্ফুটিত প্রফুল্ল কমল।

—নূরুল ইস্‌লাম

আশীর্ব্বাদ

সবুজ-মহলে ছিলে,
কচি কবি 'নূরুল ইস্‌লাম',
কবিতা-কাননে আজি
'কবি-রত্ন' হাছেল-কালাম।
দরদীর দিলে খুশী
হয়নিক ব্যর্থ শাদ্‌বাদ,
বলে গেছে ইক্‌বাল—
"প্রাণ-বাণী বনেনা বরবাদ"॥

দরদী মহান নহে,
খালেছ খাদেম খাক্‌ছার,
তোমার স্নেহের দান
নাহি শক্তি করি অস্বীকার।
লহ মোর আশীর্ব্বাদ,
বন খাঁটী 'ইস্‌লামের নূর,'
কালাম-কলাপে তব
কবিতা-কানন হোক্‌ পূর।

—দরদী

পরিচিতি

'ইকবাল-নজরুল নামাহ্'-র আংশিক লেখক কবি নূরুল ইস্‌লামকে পহেলা জানতে পারি ১৫/১৬ বৎসর আগে সবুজ মহলের জরীয়াতে। ১৯৪৪ সালের কথা। চাকুরীর ফাঁদ পাতা ভুবনে আটকে গেলাম জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্টের ফাঁদে। প্রাদেশিক পরিচালক-রূপে। দ্বিতীয় বিশ্ব সমর তখনো চল্‌ছে। নেতাজী সুভাষ চন্দ্রের নেতৃত্বে জাপানের সেনা-বাহিনী এগিয়ে আস্‌ছে ভারতের পানে। বার্মা পড়ে গেছে জাপানের হাতে। মণিপুরের রাজধানী কোহিমাতে হয়ে গেছে বিপর্যায় মূলক লড়াই। জন-সাধারেণের অন্তরে শুরু হয়েছে চাঞ্চল্য। নাড়ীর অবস্থা খুব সুবিধার নয়। ঠিক রাখা নেহায়েৎ জরুরী। ভারত সরকার খাড়া করলেন National War Front—জাতীয় যুদ্ধ ফ্রন্ট। সোজা কথায়—প্রচারণা পরিষদ।

প্রাদেশিক গভর্ণর হলেন Provincial Leader। একজন উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী হলেন প্রাদেশিক পরিচালক। জিলা, মহকুমা ও থানায় থানায় গঠিত হলো শাখা, নেতা ও উপ-নেতাদের সমবায়ে। সবায় বেসরকারী। বাংলা দেশের হেড অফিস বা ফাঁড়ি কায়েম হলো ২নং ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা। নিখিল ভারত ফ্রন্টের ফাঁদ পাতা হলো দিল্লী এবং সিমলাতে। সর্ব্বোচ্চ কর্ম-কর্তা বা অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন মিষ্টার পি, জে, গ্রিফিথ্‌স—অবসর প্রাপ্ত আই-সী-এস—কেন্দ্রীয় আইন পরিষদের সদস্য ও ইউরোপীয় দলের নেতা—পরে স্যার পি, জে, গ্রিফিথ্‌স।

সরকারেরই প্রতিষ্ঠান, তবে বেসরকারী মুখোস বা আবরণে। অন্য কথায়, জন-মনে ভয়-ভীতি-চাঞ্চল্যের নিরসন এবং জন-গণের নাড়ী ঠিক রাখার জন্য প্রচেষ্টা—বেসরকারী কর্মীগণের মারফতে সামরিক প্রচারণা: ইয়ানে, পরলোকগত হের হিটলার সাহেবের Propaganda Minister Dr. Goebbels-এর কারওয়ায়ী। বাংলা সরকারের জনৈক বাঙালী সিনিয়র সিভিলিয়ান নিযুক্ত হন প্রথম প্রাদেশিক পরিচালক। তাঁহার পর মোকররর হন জনৈক মুসলিম সিভিলিয়ান সাময়িক ভাবে; তারপর ১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সে দায়িত্ব অর্পিত হয় আমার গর্দানে।

আমার আগ্রহে বের হতো সাপ্তাহিক বা সাময়িক "নিবেদন"—মাঝে-সাঝে-তব-দেখা-পাই গোছের বেনামী প্রচার পত্র। সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম নাহি—কেবল অফিসের ঠিকানা। এমন-ধারা প্রচারণা বা প্রকাশনার কার্যকারিতায় সন্দিহান বলে সরকারের অনুমোদন নিয়ে বের করি সাপ্তাহিক "জাগরণ" আমারি সম্পাদনায়। শুরু করি "সবুজ মহল"—"দরদী"-র ছদ্মনামে। ১৩/১০/১৯৪৪ ইং তারিখের "জাগরণের" প্রথম সংখ্যা হ'তে তুলে দেই "দরদীর" আবেদন ঃ

সবুজ-সাথীরা !

'দরদী'র দোয়া। দিলের দোয়া অনেক দরদেরই দাওয়া। দরদে ভরা আমাদের দেশ। দুঃখের নাহিক শেষ। পেটে ভাত নেই—পরণে কাপড় নেই অনেকের। ঘরের চালেও খড়ের বিশেষ বালাই নেই—বাইরে বৃষ্টি পড়ার সাথেই ঘরের মেজেও ভিজে উঠে টুপ-টাপ বৃষ্টির ফোটায়। ইহা বাড়াবাড়ি নয়—মোটামোটি সত্যি।

সোনা-ফলা মাটীর দেশ বাংলা। 'সুজলা সুফলা শস্য-শ্যামলা' বলে এর খ্যাতি—সত্যিকার বুনিয়াদে না হলেও সাহিত্যের দরবারে—কবির রঙীন কল্পনায়। দেশের দুশ্মন বলে নয়—দেশের দরদেই তা বলতে বাধ্য হচ্ছি। সুজলা-সুফলা শস্য-শ্যামলা সোনা-ফলা বাংলায় হাজার হাজার লোক না খেয়ে মরবে কেন? এ কী সোনা-ফলা দেশে স্বাভাবিক?

তবুও মরেছে—সুদূর অতীতে নয়, কিছুদিন আগে, বছর খানেকের মধ্যেই। কেন? জওয়াব দিতে হলে অনেক কথা বলতে হয়—অনেক সমস্যার অকূল সায়রে হাবুডুবু খেতে হয়। 'দরদী'র সে সময়ও নেই, ইচ্ছাও নেই। দরদী চায় সবুজ-সাথীরা এ সকল সমস্যা নিয়ে ভাবুক—প্রতীকারের উপায় নির্দেশ করুক। সবুজ-সাথীদের সাধনা ও স্বপন সবুজ মহল গোলেজার করুক, কামনা করি সর্বান্তকরণে।

আপাততঃ 'সবুজ মহলের' উদ্দেশ্য এবং কায়দা-কানুন নিয়ে আলোচনা করা যাক। 'সবুজ মহলে'র সাধনা সবুজ প্রাণের সৃষ্টি। সকলেই সভ্য হ'তে পারেন। ষোল বৎসরের কম বয়স্ক ছেলে-মেয়ে সভ্যদের বলা হবে 'সবুজ'। অন্যেরা হবে 'সাথী'। জাতের বালাই নেই সবুজ মহলে। মানবতার বাণীই হবে সবুজ মহলের বেসাতী।

কম পক্ষে দশ জন সবুজ এবং সাথীর সমবায়ে গঠিত হবে স্থানীয় সবুজ মহল। জনৈক সাথী হবেন নায়ক এবং সবুজদের কেউ হবে সম্পাদক। সহ-নায়ক, সহকারী সম্পাদক প্রভৃতি থাকতে পারে। চাঁদা-ফাঁদার বালাই নেই সবুজ মহলে। অন্যূন দশজন সভ্যের নাম-ধাম 'দরদী'কে জানালে প্রতি সপ্তাহে 'জাগরণ' পাঠান হবে। যাঁর কাছে পাঠাতে হবে, তাঁর নাম ও ঠিকানা স্পষ্ট করে জানানো চাই। 'সবুজ' এবং সাথীদের নাম পৃথকভাবে জানাতে হবে। কেবল সবুজদের নামই জাগরণে প্রকাশিত হবে। তাঁদের ক্রমিক নম্বর থাকবে। সবুজদের ব্যাজও দেওয়া হবে। ব্যাজের জন্যও কোন নজরানা নেওয়া হবে না। প্রত্যেক সবুজ মহলেরও ক্রমিক নম্বর থাকবে। প্রত্যেক সবুজ মহলের অফিস থাকবে; অফিসই হবে স্থানীয় সবুজ মহলের মিলন-কেন্দ্র।

প্রত্যেক সবুজ মহলের উদ্দেশ্যই হবে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সুন্দর শোভন সবুজ তরুণ উদার দরদী প্রাণের সৃষ্টি। মিলনের মলয়ই হবে সবুজ মহলের প্রাণবায়ু। সবুজ মহলের কার্য-কলাপের বিবরণী এবং সভ্যগণের, বিশেষতঃ সবুজদের, সাহিত্যিক সাধনা এবং চিন্তাধারা 'জাগরণে' প্রকাশ করার কোশেশ করা হবে,—অবশ্য প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হলে দরদীর দৃষ্টিতে। সবুজদের সভ্য নম্বর দিতে হবে লেখার সংগে।

জাগরণের মারফতেই সাধারণতঃ 'দরদী' ভাবের আদান-প্রদান করবে বিভিন্ন সবুজ মহলের সভ্যগণের সঙ্গে। দরকার মত অন্যভাবেও চিঠি-পত্র লেখা-লেখি হতে পারে; তবে সে বিষয়ে 'দরদী' ওয়াদা করতে পারে না। চিঠি-পত্র যতদূর সম্ভব ছোট-খাটো হওয়া আবশ্যক।

আজকের মত এখানেই শেষ। সবুজ মহলের আগত এবং অনাগত সকল সভ্যকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং তাঁদের সহানুভূতি ও সহযোগীতা কামনা করে এ হপ্তার মত বিদায়।

'জাগরণের' সবুজ বাগে
সবুজ প্রাণের মেলা,
আসুক ছুটে খেল্‌বে যারা
দারাজ-দিলীর খেলা।
নীল আকাশের নিবিড় তলে,
দরদী প্রাণ উঠ্‌ছে দুলে,
আসুক ছুটে সবুজ-তাজা
সবুজ নিশান উচ্চে তুলে।
ক্ষুদ্র যারা তুচ্ছ যারা
ঘৃণ্য যারা দুনিয়ায়,
মহান তাঁদের করতে হবে
প্রেমের মোহন মদিরায়।
ফুলের বুকে গন্ধ যেমন
মুক্‌তি-পাগল পেরেশান,
মুক্ত হয়ে সুপ্ত সবুজ
বিলিয়ে দে তোর সবুজ প্রাণ!

—দরদী

দরদীর দাওয়াতে পাওয়া গেছলো বিপুল সাড়া। ২০/৪/১৯৪৫ তারীখের জাগরণ হ'তে তুলে দেই "দরদের বাণ"—"সঙে সঙে চিঠির জওয়াবের জন্য এখনও অনেক সবুজ অনুযোগ জানাচ্ছে। সকল চিঠির জওয়াব যে সঙে সঙে দেওয়া সম্ভব নয়, তা আগেই বলেছি। ১লা এপ্রিল হ'তে ১৮ই এপ্রিল পর্য্যন্ত প্রাপ্ত পত্রের সংখ্যা ১৮২৯ বা দৈনিক গড় ১০২। স্নেহের অঝর ধারে সিক্ত করি প্রাণ, আসুক আসুক ডেকে দরদের বাণ।" ছয় মাসে বাংলা ও আসামের নানাস্থানে গঠিত হয়েছিল ৫৬,৭০০ সবুজের সমবায়ে গঠিত ১৮৯০টী সবুজ-মহল। কবি নূরুল ইস্‌লাম এই সবুজদেরই অন্যতম।

সবুজ কবি নূরুল ইস্‌লাম আজ কবি-রত্ন, কাব্য-বিনোদ। কয়েক খানা কাব্য ও পুস্তকের গ্রন্থকার। ২৭/১০/১৯৫৯ ইং তারীখে অনুষ্ঠিত "মুশায়েরাতে" পঠিত তাঁহার "অক্টোবর জারী-নামাহ্‌" কবিতার জন্য মুশায়েরার আনুষ্ঠানিক সভাপতি, পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর সাহেব তাঁহাকে ১০০্ টাকা পুরষ্কার দেন। পয়দায়েশের পর ইহাই ছিল ইক্‌বাল-নজরুল ইস্‌লাম সোসাইটীর পহেলা অনুষ্ঠান। শরীক হয়েছিলেন তাতে বাংলা-উর্দু-আরবী-ইংরেজী ভাষার বহু নামজাদা কবি এবং ৪/৫ হাজার কাব্যামোদী জনসাধারণ। ইক্‌বাল-নজরুলের স্মৃতি-পূত সমিতি সবাইকে জানাচ্ছে শোকরিয়া।

"ইক্‌বাল-নজরুল-নামাহ্‌" জারীর সুরে পড়ার উপযুক্ত কবিতায় লেখা আল্লামা ইক্‌বাল ও কবি নজরুল ইস্‌লামের মুখতসর জীবনীও শিক্ষার দর্পণ। আমাদের জাতীয় জাগরণের কবিদের মধ্যে ইক্‌বাল ও নজরুলের সমুচ্চ স্থান নিয়ে আলোচনা অনাবশ্যক। আলোকের পরিচয় আলোক—প্রদীপ প্রতীক মাত্র। এই জারী-নামাহ্‌ অবলম্বনে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানের পুঁথিয়াল ও কবিয়ালদের প্রতিযোগীতার ব্যবস্থা করার বাসনা; বাকী আল্লাহ্‌তালার মরজী এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগীতার উপর নির্ভরশীল। সহযোগীতার আবেদন জানিয়েই হোক তাম্মাৎ-বিল-খায়ের। নতুন বরষে মনের হরষে কাটুক সবার জিন্দেগী। আমীন!

৫,পুরাণা পল্টন, ঢাকা
শুক্রবার, ১৫ই জানুয়ারী,
১৯৬০ ইং।

আরজ-গোজার—
মীজানুর রহমান।

তম্‌হীদ

আল্লাহ্‌তালার নামে শুরু, দরুদ নবীর 'পরে,
দরদ্‌-রাঙা দিলের পুঁথি, পড়ুন পরাণ ভরে॥
আল্লাহ্‌ বিনে নাইকো মা'বুদ, নবীর শাফাৎ সার,
আমল-নামার সোফেদ পালে ভবের নদী পার॥
"দেখ্‌বে যদি দিদার খোদার," বল্‌ছে রে কোর্‌আন,
"নেক্‌ নিয়তে নেক্‌ কামেতে" জিন্‌দেগী গোজ্‌রান॥

করোনা কাহারে কেহ শরীক কখনো খোদা-সাথে,
নেক্‌ আমলে ইবাদতে নাজাৎ মিলিবে আখেরাতে॥
আল্লাহ্‌তালার কালামে পাক্‌ আছমানী ইরশাদ,
শেষ নবীজীর মধুর মুখে অমর আশীর্ব্বাদ॥
জোড় জবানে বল্‌ছে কোরান জিন্‌দেগী পয়গাম,
আল্লাহ্‌তালার মনোনীত মোকাম্মাল ইসলাম॥

আল্লাহ্ পাকের খাছ নিয়ামৎ শান্তি-মুক্তির দীন,
আজে-বাজে বেকার বাতে বন্‌ছিল গম্‌গীন॥
ইসলামেরি খাদেম খালেছ ইক্‌বাল ও নজরুল,
খালেছ তাঁদের পাক্ পয়ামে পরাণ দোদুল-দুল॥
ইক্‌বাল এবং নজরুলী-বাৎ অমৃত সমান,
দরদ-রাঙা দিলের কালাম শুনে পুণ্যবান॥

সতেরো-শ সাত সালে গোজরি গেলেন মহা বীর,
মিল্লাতের মুজাহিদ মোগল-তিলক আলমগীর॥
আলোকের পর আঁধি প্রকৃতির নীতি চিরন্তন,
মোগলের শান-শক্তি-রবি তাই আঁধারে মগন॥
সম্রাট আওরঙ্গজেব জিন্দেগীর যবনিকা টানি,
ইনতেকাল করিলেন অনুসারি আজল আছমানী॥

দিল্লীর বুকেতে তবে তরুণ আলীম মুজাদ্দিদ্,
নাম তান্ ওলীউল্লাহ্, আলীশান জ্ঞানী মুজাহিদ॥
মিল্লাতের মুসীবতে তরুণ পরাণ কাঁদে হায়!
শরীয়তে মোহাম্মদী হেথা বুঝি তলাইয়া যায়॥
কোরাণ-হাদীস পড়ি পাকা-পোখ্ত পীর আলীশান,
মুজাহিদ-শিরোমনি সিংহ-সম সত্য-শক্তিমান॥

শুনালো সন্তানগণে, মুরীদানে, জেহাদের বাণী,
কেমনে কোশেশ করে বাঁচাইতে হবে মুছলমানী॥
তাঁহারি তলকীন লভি সৈয়দ আহ্মদ মুজাহিদ,
বেরীলীর বীর প্রাণ, মিল্লাতের শাহীন সুহৃদ॥
কায়েম করেন তিনি মুজাহিদ-মহা-আন্দোলন,
আজাদ ভারত-বুকে ইস্লামের আজাদী কারণ॥

আহবানে তাঁহার সাড়া দিল বহু মুজাহিদ ভাই,
ভারতের ইতিহাসে তুলনা তাহার নাই নাই॥
বাঙালা-বিহার যুক্ত-প্রদেশের মুজাহিদগণ,
আসামী-মাদ্রাজী-সিন্ধী-পাঞ্জাবী-পাঠান অগণন॥
মিলিল পতাকা তলে লড়িবারে দীনের খাতের,
খোদার নামেতে দিল জান-মাল করিয়া বাহের॥

সুদূর সিন্ধুর মরু পাড়ি দিল হাতে নিয়ে প্রাণ,
শিখ-সেনা সংহারিয়া পেশাওয়ার করিলেক ত্রাণ॥
লালসা-লোভের দাস বেঈমানের বজ্জাতীর ফলে,
শিখ-সেনা-হাতে প্রাণ দিল বীর-সেনানী সদলে॥
বালাকোট পাহাড়েতে হাজারার উপত্যকা মাঝে,
মুজাহিদ-বাহিনীর সমাধি যে আজিও বিরাজে॥

খোদার লাগিয়া যাঁরা দেন প্রাণ তাঁহারা শহীদ,
শহীদান তরে রাজে চিরন্তন জীবনের ঈদ॥
এ নহে আমার কথা, কালামুল্লাহ্ কোরান কালাম,
জিন্দা-দিল্ শহীদানে অন্তরের তাজীমী সালাম॥
আঠারো-শ একত্রিশ মে মাসেতে অই শাহাদৎ,
শাহীদান্-আত্মা আজো বেহেশ্‌তী বাগানে আমানৎ॥

এদিকে বাঙালা বুকে তিতু মীর আহ্‌মদ-মুরীদ,
নারিকেল বেড়িয়াতে বৃটিশের হাতেতে শহীদ॥
সৈয়দ নিসার আলী—তিতু মীর ডাক-নাম যার,
বাঁশের কিলাতে যুঝি নিজ প্রাণ করিল নিসার॥
একা নহে, তিতু সাথে বহু বীর বনিল কোরবান,
দেশের দশের আর মিল্লাতের তরে দিল জান॥

দেশ-দশ-দীন তরে তিতু মীর আর তাঁর দল,
বাঙালার বুকে মেলে শহীদীর শান-শতদল ॥
আঠারো-শ একত্রিশ খৃষ্টাব্দের মাহেতে জুলাই,
তার আগে ইতিহাসে এমন নজীর দেখি নাই ॥
অবশ্য সমর ক্ষেত্রে মরিয়াছে সেনা আগে-ভাগে,
তাঁহারা বেতন-ভোগী, লড়িয়াছে রাজ-অনুরাগে ॥

সৈয়দ আহ্মদ শিষ্য তিতু মীর মুজাহিদ সেনা,
তিতু মীর সঙীগণ ছিলনাকো শাসকের কেনা ॥
বৃটিশ বিচারে ফের মুজাহিদ বাহিনীর বহু,
আন্দামানে নির্ব্বাসিত, ফাঁসি-মঞ্চে দিল প্রাণ-লহু ॥
কহিব কাহিনী সত্য—সন্ত্রাস-বাদীরা দিল প্রাণ,
প্রায় শত বর্ষ পরে—ফাঁসি-মঞ্চে তুলি নয়া তান ॥

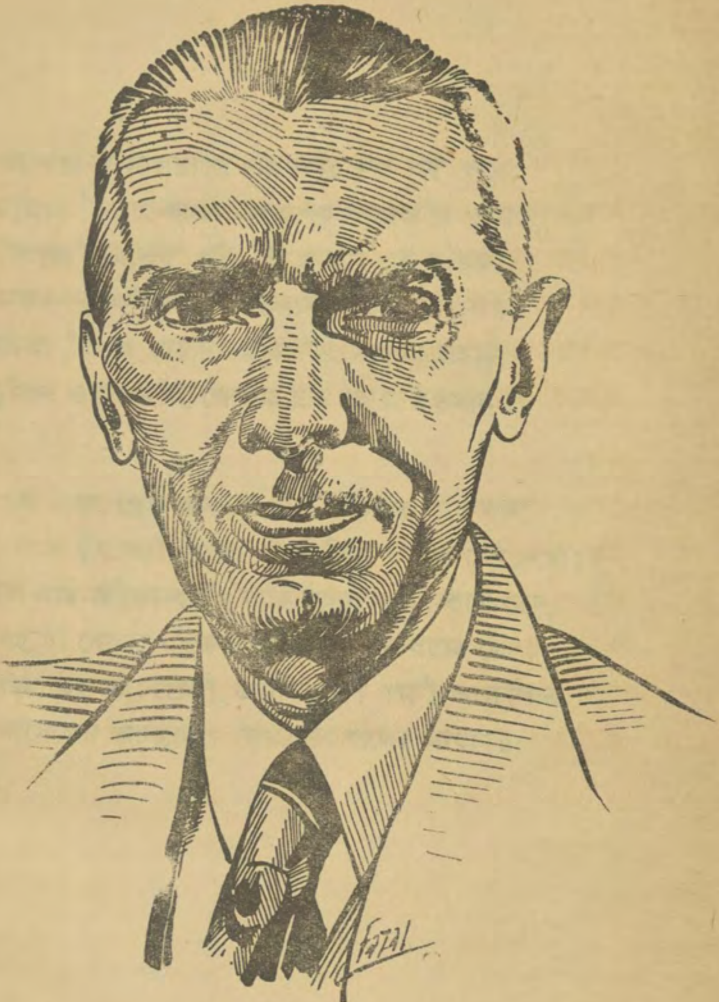

কায়েদে আজম

আঠারো-শ সাতান্নতে পলাশীর শত বর্ষ পরে,
বাজিল বিদ্রোহ-বাণী স্বদেশের আজাদীর তরে॥
'সিপাহী-বিদ্রোহ' বলি ইতিহাসে এর পরিচয়,
শাসক-স্বার্থের তরে ইতিহাস বিকৃত নিশ্চয়॥
বনিল বিফল হায়! আজাদীর সংগ্রাম মহান,
ডুবিল ভারত-রবি, গোলামীতে মোরা হতমান॥

গেল রাজ্য, গেল মান, দু-ধারা অসিতে লবে-জান,
'হারাম ইংরেজী শিক্ষা'—মুসলিম ভারত পেরেশান॥
ইস্‌লাম জীবন-বাণী, নাহি তাহে স্থান-কাল-ভেদ,
বেহুদা বেকার বাজে ফতোয়ার ফাঁদে রাজে খেদ॥
মিল্লাতের মহা-প্রেমী, জ্ঞানী মানী কর্মী আলীশান,
আসিলেন আসরেতে, দেখালেন পথের সন্ধান॥

সৈয়দ আহ্‌মদ খান আলীগড়-আন্দোলন-বীর,
বাঁধা-বিঘ্ন পদে দলি সাধনায় রহিলেন স্থির॥
দরদী দিলের বাণী দোলাইল মিল্লাতের প্রাণ,
দলে দলে কর্মীগণ সমাজ সেবায় আগুয়ান॥
গাহিলেন কবি হালী "মোসাদ্দাসে" জাগরনী গান,
জাগাতে জাতিরে আর রাখিবারে মিল্লাতের মান॥

এমনি নাজুক দিনে আঠোরা-শ তিয়াত্তর সালে,
উদিল অরুণ রবি ভারতের দিক্‌-চক্রবালে॥
এই যে অরুণ রবি মহা-কবি আল্লামা ইক্‌বাল,
মিল্লাতের মুজাহিদ দর্শন-কাব্যের দিক্‌পাল॥
তাঁহার জনম বাদ আঠারো-শ ছিয়াত্তর সনে,
কায়েদে-আজম জিন্নাহ্‌ জনম লভিল শুভ ক্ষণে॥

ইক্‌বাল

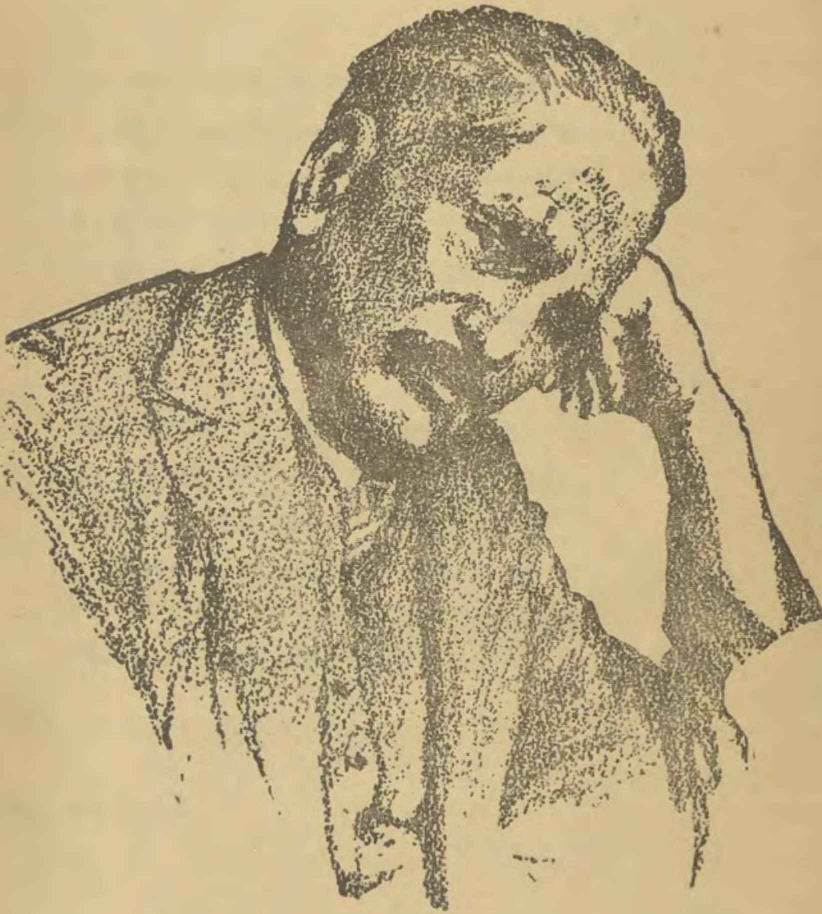

ইক্‌বাল

সাবেক পাঞ্জাব মাঝে হিমালী পাহাড় পাদদেশে,
শিয়ালকোট শহরেতে জনম লভিল শিশু হেসে॥
জনমের আগে আব্বু দেখিলেন আজীব স্বপন,
সোনালী আকাশ-চারী পাখী যেন কোলেতে আপন॥
এই সে শাহীন বাচ্চা শান্ত সৌম্য দার্শনিক কবি,
জ্ঞানে-গুণে-দেশ-প্রেমে মিল্লাতের মনোরম ছবি॥

স্বদেশ-বিদেশ হ'তে করিলেন আহরণ জ্ঞান,
বুঝাতে জীবন-বাণী, জাগাইতে ঘুমন্ত পরান॥
কহিলেন কত কথা সত্য-দ্রষ্টা কবি-দার্শনিক,
শুনুন কালাম কিছু ছোট-বড় মোল্লা-আধুনিক॥
"জীবন নহেকো লাভ-নোকসানের হিসাব-নিকাশ,
জীবন কখনো বাঁচা, কোরবানীতে কখনো বিকাশ"॥

"কামেল ঈমান আর আমলের কেরামতী মাঝে,
বিশ্বের বিজয় আর আখেরাতী নাজাৎ বিরাজে॥"
"শৌর্য্য-বীর্য্য-সততা ও সুবিচারে নেতৃত্বের শান,
মিলিবে নেতৃত্ব বিশ্বে হাছেল করিলে হেন মান॥"
"আপন শক্তির মাঝে জাতি আর ব্যক্তির নাজাৎ,
ভিক্ষায় আত্মার মৃত্যু, 'নূরী' আত্মা 'নারী' কম-জাৎ॥" *

"বিকাশ আপন সত্তা, পুছে যেন খোদ্ পরোয়ার—
বল বান্দা কী-বা চাহ পাইবারে তক্দীরে তোমার॥"
"মাটীর গোলাম কভু নহে যারা খাঁটী মুছলমান,
সমগ্র বিশ্বের বুকে বিরাজিত মুস্লিম ওতান॥"
"জন্ম-ভূমি মক্কা ছাড়ি মদীনাতে বাঁধিলেন ঘর,
নবীর মাক্বেরা রাজে আজো ভাই মদীনার পর॥

[*নূরী—আলোক-প্রাপ্ত। নারী—জাহান্নামী]

"বলিলে মাটীর বন্দী বাঁচাও তোমার নাহি নাহি,
সাগর বুকেতে-ভাসা মর্দ্দে-মোমেন বীর চাহি ॥
"জাতের নামেতে ভাই বজ্‌জাতী ইস্‌লামেতে নাই,
নাই ভূগোলের-ভণ্ডামী বা বর্ণ কিম্বা গোত্রের বালাই ॥
" 'মোমেন সবায় ভাই-বেরাদর' বল্‌ছে রে কোরআন,
আল্লাহ্‌-নবী-দীনের রশি ধর কষি ওরে মুছল্‌মান ॥"

ইক্‌বালের আব্বাজান শেখ মুহম্মদ নূর,
ইস্‌লামেরি দীপ্ত নূরে হৃদয় তাঁহার পূর ॥
যুগের তালে তাল মিলায়ে ইস্‌লামী খেদ্‌মতে,
করলে দাখেল আপন বাচ্চায় মিশন-স্কুলেতে ॥
উস্তাদ তাঁর মীর হাছান আলেম আলীশান,
আরবী ফারসী উর্দ্দুতে ভাই উচ্চ তাঁহার মান ॥

কামাল তাঁহার তালীম গুণে ফায়দা ইকবাল পেল,
উচ্চ শিক্ষা হাছেল তরে লাহোরেতে গেল ॥
লেখাপড়ার সাথেই চলে চর্চ্চা কবিতার,
অল্প দিনে সুখ্যাতি তাঁর ছড়ায় চারিধার ॥
তরুণ মনের স্বপ্ন নিয়ে গর্ব্বে কবি গায়,—
"মুক্তা সম নিলেই লুটে মোর সে' কবিতায়" ॥

শেষ করিয়া কলেজ পড়া বনলো প্রফেসর,
কাব্য চর্চ্চায় সুনাম সুযশ ছড়ায় বহুতর ॥
উনিশ শত পাঁচ সালেতে সাগর দিলেন পাড়ি,
বিলাত গিয়ে পাশ করিলেন আইন ব্যারিষ্টারী ॥
তার আগুতে ক্যাম্ব্রিজেতে পড়লেন দর্শন,
পূর্ব্ব-পশ্চিম শিক্ষা-ক্ষেত্র করলেন কর্ষণ ॥

দর্শনেতে ডিগ্রী লভি জার্মানীতে যান,
মিউনিক হতে ডক্টরেটের মিল্‌লো অবদান॥
উনিশ শত আট সালেতে আস্‌লো ফিরি দেশে,
জ্ঞান-গরিমার লড়াই জিতি বীর সেনানীর বেশে॥
চাক্‌রী ছেড়ে হাইকোর্টেতে করেন ব্যারিষ্টরী,
সমাদরে সবায় বলে "আল্লামা" প্রাণ ভরি॥

ব্যারিষ্টারীর সাথে চলে কাব্যিকতার মান,
জ্ঞান-গরিমায় বন্‌লো তিনি আলীম আলীশান॥
রাজনীতিতে যোগ দানিয়া করলো বহুৎ নাম,
আল্লামার তরে তবে নয়কো আসল কাম॥
চল্‌লো তাঁহার শের-শায়েরী উর্দ্দুতে—ফারসীতে,
দেখলেন তিনি জীবন-দর্শন চিন্তার আরশীতে॥

লেখলেন তিনি কাব্য-মণি "আস্‌রার" ও "রুমুজ",
"জরবে কলীম" "জাবিদ-নামা"—শায়েরী-সুরুজ॥
"বাঙে-দেরা" "বালে-জিব্‌রীল" "পয়ামে মাশ্‌রেক",
ফারসী-উর্দু-ইংরাজীতে কিতাব সাদেক॥
সবল তাঁহার খোশ খেয়ালে চম্‌কে উঠে দেশ,
পূর্ব্ব এবং পশ্চিমেতে আজীব-গরীব বেশ॥

"ডক্‌টরেট" ও "স্যার" উপাধি জুটলো জ্ঞানের বলে,
যশের তরী দেশ-বিদেশে শোর-সারেতে চলে॥
বাল্য-জীবন হতেই কবির চিন্তা-গভীর মন,
দেশের-দশের দুঃখ-দরদে নিত্য উচাটন॥
ধর্ম এবং দর্শনেতে অগাধ তাঁহার জ্ঞান,
খোশ খেয়ালের সোল্‌তানাতে শাহান শাহী শান॥

জনম হ'লে মৃত্যু হ'বে নাইকো তাহে চারা,
মৃত্যু মাঝে মোমেন বান্দা হয় না কভু হারা ৷৷
সত্য-সেবক বান্দা খালেছ মৃত্যু তাঁহার নাই,
"আল্লাহ্ তরে আমরা সবে, আল্লাহ্ পাশে যাই ৷৷"
আখেরে শোনাই সবে আল্লামার বাণী আলীশান,
জিন্দা খোদা, জিন্দা দিলে' খোদার আশিয়ান ৷৷

এমন্-ধারা হাজার কথা বল্‌লো কবি ভাই,
খোশ্ খেয়ালে হাল জমানায় তাঁহার জোড়া নাই ৷৷
মর্দ্দে-মোমেন বীর সিপাহী নজরুল ইস্‌লাম,
মুক্তি-পথের বিদ্রোহী-বীর তাইত তাঁহার নাম ৷৷
জিন্‌দা দিলের জিন্‌দা কথায় জাগ্‌লো জনের প্রাণ,
জিন্নাহ্ বীরের প্রাণ-পরশে আস্‌লো পাকিস্তান ৷৷

নজ্‌রুল

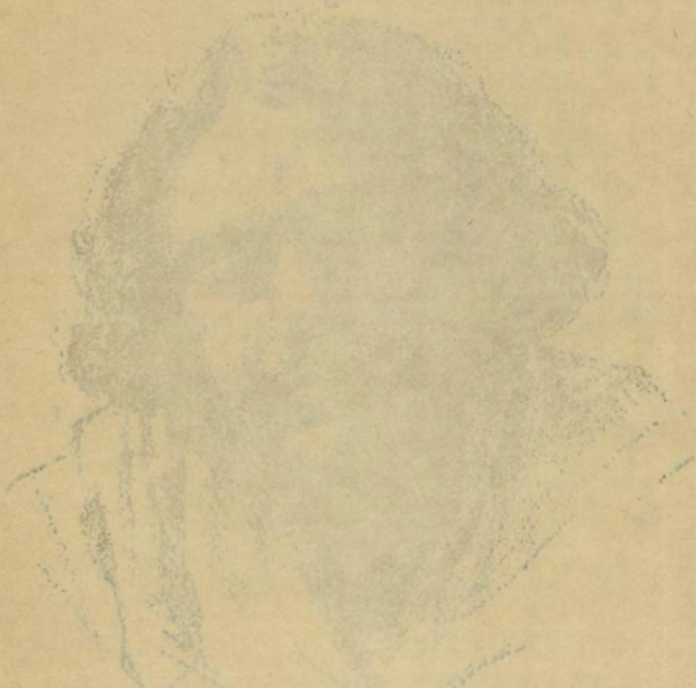

নজরুল

বাংলা দেশের বাগী কবি নজ্‌রুল ইস্‌লাম,
কাজী বংশে জন্ম বলি 'কাজী' তাঁহার নাম॥
কুতুবুদ্দীন বাদ্‌শাহ্‌ যবে দিল্লীর মস্‌নদে,
আস্‌লো হেথা পূর্ব্ব-পুরুষ বাগ্‌দাদ হইতে॥
'মোহাম্মদ ইস্‌লাম' নাম মোমেন মুসল্‌মান,
হেথা-সেথা ঘুরি ফিরি পাটনায় অবস্থান॥

পাটনা মাঝে হাজীপুরে বাঁধলো তাঁহার বাসা,
বখ্‌তিয়ারের বাংলা জয়ে বাংলা দেশে আসা॥
বর্ধমানের শরীফাবাদে কাটায় কিছুকাল,
অজয়-তীরের চুরুলিয়ায় খুল্‌লো যে কপাল॥
হিন্দু রাজা নরোত্তম সিংহের রাজধানী,
বজায় আজো নরোত্তমের গড়ের চিহ্নখানী॥

বজায় হাজী পাহ্লোয়ানের পুকুর ও মাজার,
বন্লো তিনি কাজী শেষে মুস্লিম বাদশার॥
এইনা হ'তে বংশ তাঁহার বন্লো 'কাজী' ভাই,
তার পরেতে কয়েক পুরুষ ইতিহাস যে নাই॥
কাজী গোলাম নক্শবন্দ তাঁরি বংশধর,
সম্রাট শাজাহান দিল আয়মা বহুতর॥

নক্শবন্দের খান্দানী যে খয়রাতুল্লাহ্ ভাই,
নাম-ডাকেতে অই জমানায় জোড়া তাঁহার নাই॥
আমীনুল্লাহ্-নজীবুল্লাহ্ দুইটি ছেলে তাঁর,
ফকীর আহ্মদ পুত্র বটে আমীন-উল্লাহ্র॥
ফকীর আহ্মদ-পুত্র কাজী নজরুল ইস্লাম,
যাঁহার জীবন কথারে ভাই জারীর মোকাম॥

আব্বা কবির ফকীর আহ্‌মদ সুন্দর বয়ান,
আম্মা কবির জাহেদা বিবি সরল সুমহান॥
নজ্‌রুলের জন্ম আগে চারি সৎ ভাই হায়,
শৈশবেতে মরিয়া গিয়ে পিতারে কাঁদায়॥
তাইত রাখেন পিতা 'দুঃখু মিঞা' কবির নাম,
জান্‌ত কেবা শেষ জীবনে সুখ হবে বাম॥

দুঃখ দরদে কাটলো যে হায়! নজ্‌রুলী জীবন,
বেদন-ভরা বুকে নাহি সুখের শিহরণ্‌॥
কর্দমেতে কমল ফুটে, গোলাব কাঁটায় ফুটে,
নজ্‌রুলীয়া কাব্য পাঠে নাওনা সৌরভ লুটে॥
আট বছর বয়সেতে বাপ্‌ যে গেলেন মরে,
হায়রে সে সব দুঃখের কথা কইতে আঁসু ঝরে॥

এর পরে ভাই দিল দেখা দারুণ বিপর্যয়,
"দুখুর" জীবন ঘিরে এলো দুঃখ সে নির্দ্দয়॥
পড়াশোনায় জবর ব্যাঘাত ঘট্‌লো যে রে ভাই,
তবু "নিম্ন প্রাথমিকে" তাহার জোড়া নাই॥
পাড়ার সেই মক্তবেতে একটি বছর ধ'রে,
নামে-যশেঃ দুখু-মিঞা ওস্তাদ্‌গিরী করে॥

আরবী ফারসী বাংলা পড়ে, পড়ে কোরান ভাই,
লেখা-পড়া দুষ্টামীতে তাহার জোড়া নাই॥
লেটুর দলের উস্তাদীতে করলে বহুৎ নাম,
মস্‌জিদেতে করলে আবার মুয়াজ্জেনী কাম।
শৈশবেতে লিখলে কবি—"কর ভাই বন্দেগী
গোনাহ্‌তে খোয়ালে জন্ম হবে শরমেন্দেগী॥"

পেটের দায়ে আসান্‌সোলে রুটীর দোকান মাঝে,
লাগ্‌লো কবি কম মাহিনার আদনা 'বয়ের' কাজে॥
আসানসোলের দারোগা সাহেব রফীজুদ্দীন নাম,
কবির দুঃখে দরদ্‌ ভরে করলে মহৎ কাম॥
'কাজীর সিম্‌লা' আপন গাঁয়ে আন্‌লো তাহায় ধরে,
'দরিরামপুর' হাইস্কুলে দেন যে ভর্তি করে॥

একটি বছর চল্‌লো 'দুখুর' লেখা-পড়া বেশ,
তারপরে ভাই এলেন কবি ফিরে আপন দেশ॥
রাণীগঞ্জ আর সিয়ারসোল হাইস্কুলে ফের,
'দুখু'র লেখা-পড়া চলে তিনটি বছরের॥
এমন সময় মহাযুদ্ধের ডংকা বাজে ভাই
বাঙালী পল্‌টনে ঢুকি করাচী গেলেন তাই॥

অল্প দিনের মাঝেই তাঁহার সুনাম হ'লো ভারী,
নিলেন দখল করেই শেষে পদ সে 'হাবিলদারী'॥
যুদ্ধে গিয়েও জংগী-কবি লেখেন অবিরত,
'দুখুমিঞা'র দুখের সময় হয় বুঝিরে গত॥
প্রকাশ হলো "মুক্তি" তাঁহার জাতীয়-গাঁথা যবে
দেশের যত সুধী-গুণী মাতিয়ে উঠেন সবে॥

লড়াই শেষে করাচী থেকে ফিরে আপন দেশে
করেন শুরু সাহিত্য-সেবা গভীর ভালবেসে॥
আনতে দেশের মুক্তি এবং ভাংগিতে জিন্দান,
জীবন ভরি গাইল কবি জীগর জুড়ান গান॥
হুংকারিয়া বলেন কবি "উন্নত মোর শির",
দরদ-ভরা দারাজ দিলের দিলীর মহা-বীর॥

'উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল থামাতে জেহাদ তার,
আর্ত-দুঃখীর দরদে তাঁহার বক্ষে বেদন-ভার ॥
"দুর্গম গিরি-কান্তর মরু দুস্তর পারাবার,
লঙ্ঘিতে হ'বে রাত্রি-নিশীথে যাত্রীরা হুশিয়ার" ॥
"আমরা চলিব পশ্চাতে ফেলি' পচা-অতীত
গিরি-গুহা ছাড়ি' খোলা-প্রান্তরে গাহিব গীত" ॥

"শিকল পড়েই শিকল তোদের করিব বিকল" কহে,
স্বদেশের তরে শিকল পড়া যে শরমের কথা নহে ॥
গজলে, নাটকে, সংগীতে তাঁ'র নাহি নাহি জুড়িদার,
আজাদী-রণের অগ্র-সিপাহী নজরুল বাঙলার ॥
পঁচিশ বছরে পঁচাশের বেশী কাব্য ও কথিকায়,
জাতির জীবনে নব জীবনের শিহরণ তুলি যায় ॥

দুঃখে তাঁহার জীবন গড়া, দুঃখ দোসর ভাই
কৃষক-মজুর শ্রমিক-কুলীর এমন দরদী নাই॥
গাইল নজরুল জীবন ভরি দুঃখ দরদের গান,
গাইল তাইত "হে দারিদ্র্য! করিলে মহান॥
দানিল দারিদ্র্য মোরে খৃষ্টের সম্মান,
কন্টক—মুকুট-শোভা"—শান আলীশান॥

অগ্নি-বীণা, বিষের বাঁশী, বনগীতি, বুল্‌বুল্‌,
চিত্তনামা, চক্রবাক, চোখের চাতক, ঝিঙেফুল॥
মৃত্যু-ক্ষুধা, মরু-ভাস্কর, জিন্‌জীর, আমপারা,
চন্দ্রবিন্দু, সিন্ধু-হিন্দোল, দোলন-চাঁপা, সব-হারা॥
ফণী-মণসা, ভাঙার গান, সন্ধ্যা এবং জুলফিকার,
কুহেলিকা, নতুন চাঁদ, নজরুলেরই প্রাণের হার॥

অগ্নি-পুচ্ছ ধূমকেতু আর অন্য বহুৎ পত্রিকায়,
লিখ্‌লো কবি রক্ত-লেখা আজাদ প্রাণের মূর্চ্ছনায়॥
বিশ্ব-মাঝে রেকর্ড-গানে শ্রেষ্ঠতম কবির শান,
অঝুর ধারে ঝুরলো যে তাঁর দারাজ দিলের দান॥
বাংলা ভাষায় বাজালো তিনি আজীব গজল সুর,
প্রাণোচ্ছল প্রাণের সুরে করলো আসর পুর॥

দুলালো নিশান, বাজালো বিষাণ "শংকা বাহিক আর,
"মরিয়ার" মুখে মারণের বাণী উঠিতেছে বারবার"॥
আরো' কত অগ্নি-বাণী যুগের তাকীদ হেতু,
ছড়ালেন কবি প্রকাশিয়া তাঁ'র পত্রিকা "ধূমকেতু"॥
"এই স্রষ্টার শণি" প্রকাশের সাথে ইংরাজ শাসকের
টনক নড়িল, কাঁপিয়া উঠিল তন্ত্রী সে' হৃদয়ের॥

"রাজদ্রোহে"র অভিযোগে বরণ করিল কবি জেল,
বাংলার যত মুজাহিদ বুকে বিঁধিল বিষম শেল্॥
কয়েদ-খানার অবিচারে তাঁর জ্বলিয়া উঠিল মন
প্রতিবাদে তা'র করিলেন শেষে আমরণ অনশন॥
শাসকের ওই শক্ত কারার লৌহ-কপাট খুলি,
লোপাট করিতে কহিলেন কবি রুদ্র রোষেতে দুলি॥

ধনের দারিদ্র্য নহে, মনের দারিদ্র্য শরমের,
"দারিদ্র্য গৌরব মোর"—নবীজীর বাণী দরদের॥
এ নহে কথার কথা, মোরশেদের কালাম মহান,
সমগ্র বিশ্বের যিনি আদর্শ ও মোরশেদ সমান॥
নবীজীর খাঁটী ভক্ত অনুরাগী, অনুসারী কবি
মুজাহিদ নজ্‌রুল—ইস্‌লামেরই অনবদ্য ছবি॥

খোদার মরজীতে কবি খোদা-প্রেমে বেহুশ বিভল,
উনিশশ' বিয়াল্লিশ হতে হায়! হায়! নীরব নিশ্চল॥
জাগালো মোদেরে যিনি আজাদীর তরে লড়িবার,
আমরা আজাদ, হায়! কবি নিজে আজ নির্বিকার॥
আখেরে আল্লার কাছে সকাতরে করি মোনাজাৎ
আছান করহ আল্লাহ্ দরদী কবির মুশ্‌কিলাৎ॥

জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ নজ্‌রুল ইস্‌লাম
বেদনা-বিবাগী কবি, দরদী দিলের ছবি,
মানবতা দীপ্ত রবি, সালাম, সালাম॥

জাগরণী

নির্বাক

৯

আজি নব বরষের কুহেলী সন্ধ্যায়,
কত কথা, কত ব্যথা হৃদয় দোলায়!
ডুবিছে রক্তিম রবি, বসুধার ভালে
শোনিত সিন্দুর টীপ। বিটপীর ডালে,
তুলিছে বেহাগ অই বিহগ বিভল,
ঝরিছে আকাশ-অশ্রু শিশির সজল॥

অশান্তি অনল জ্বলে বিশ্ব বসুধায়,
ইস্রাফিলী শিঙা বুঝি অই গরজায়।
বিমানে বোমারু যান, আণবিক বোমা,
নিমেষে নাশিবে সব—আমারে ও তোমা।
বিজয়ী বিজ্ঞান-বলে হাইড্রোজেন হাসে,
হাশর-নশর-দৃশ্য নয়নেতে ভাসে।

২

বিপদের কাল মেঘ মুসলিম জাহানে,
আয়েন্দার আশংকা যে মুজাহিদ প্রাণে।
বিগত শতকে সোবেহ্-সাদেক লগণে,
উঠেছিল শুকতারা ইস্‌লামী গগণে।
জমাল্‌উদ্দীন আফ্‌গানী তাঁর নাম
বাজালো বিশ্বের বুকে বিষাণী পয়াম॥

বক্ষে আশা, কণ্ঠে ভাষা, অন্তরে বেদনা
নয়া জমানার দূত, দিশারী চেতনা।
মানবতা মুক্তি-বাণী কোরানী কালাম—
"ইন্নাদ্দীনা ইন্‌দাল্‌—লাহিল্‌ ইস্‌লাম।"
"আল্লাহ্-মনোনীত দীন নিশ্চয় ইস্‌লাম,"
"মোমেন বান্দারা ভাই"—খোদারী কালাম॥

৩

অন্তর-আকাশে রণে ইক্‌বালী বিষাণ—
"সিয়াসী ওতান নহে মিল্লাতী ওতান।
নবীর ইরশাদে কভু আনিও না টানি
মাটীর মোহেতে রাজ-নীতির ফাছানী।
ভৌগোলিক জাতীয়তা স্বদেশের মায়া
করিয়াছে রাজনীতি প্রাণহীন কায়া॥

পুতুলের লীলা-খেলা ফেরেবী ফাছানা,
বিনাশ করিতে পারে নবীর কাশানা।
ভুলনা মুস্‌লিম! তব শর্কাত শাশ্বত
তওহীদ কল্যাণে; তব মুক্তির পথ
দেখালো আখেরী নবী। তব আশিয়ান
বিরাজে মোমেন যেথা—সমগ্র জাহান॥

৪

"পুরানো দিনের দৃশ্য দেখাও আবার,
নিভু-নিভু শিখানল জ্বাল পুনর্বার।
'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'—আল্লা বিনে নাহি
তোমার মাবুদ কোন। পরপানে চাহি
কেন তুমি কর হায়! জীবন বরবাদ?
নহে তা নবীর কিম্বা দীনের ইরশাদ॥

"মাটীর গোলাম হলে মোহ-মদিরায়
তলাবে নিশ্চয় গোম—রাহী দরিয়ায়।
সাগর-বুকেতে-ভাসা মীনের মতন
আসল আজাদী তব—রাজীব রতন।
মাটীর দেবতা নহে মাবুদ তোমার,
মুস্‌লিম তৌহীদ-পন্থী খাদেম খোদার॥

৫

"ইস্‌লামের মূল নীতি কর এখ্‌তিয়ার
প্রাণে প্রাণে। জাতি যত বক্ষে দুনিয়ার
বনিবে সুহৃদ তব। বিশ্বের কারবার
তোমার মুঠোর মাঝে আসিবে আবার।
সৃষ্টির বিকাশ আর ইস্‌লামের মূল
ভৌগোলিক জাতীয়তা নাশিবে নির্ভুল!"

"নতুন সকল দেব-দানবের মাঝে
স্বদেশের ভুত ভায়া গরবে বিরাজে।
দাজ্জাল এ দেবতার দৃঢ় আবরণ,
আসলে দীনের তরে মরণ-কাফন।
প্রতীচি-আজর যাহা গড়িয়াছে আজ,
ধূলায় লুটাতে পারে নবীজীর তাজ॥

৬

জামাল কামাল জিন্নাহ্ আল্লামা ইক্‌বাল
জীবনের পরপারে। নজরুল বিলাল
বাজালো জীবন ভরি বিপ্লবী বিষাণ,
উড়াতে বিশ্বের বুকে ইন্‌সানী নিশান।
আস্‌হাফে-কাহাফ ওরে বোকা বে-খিয়াল।
উঠ্ জাগি দেখ অই হায়দারী হিলাল॥

'বাজিছে দামামা বাঁধ শিরেতে আমামা,'
নয়া জমানার বাণী বাজায় দামামা।
ঘুমের ঘোরেতে কাজা করোনা ফযর,
কাটেনা হেলায় যেন জোহর-আসর।
যাক্ মগ্‌রেব শোন ইশার আজান,
জামাতে শামিল হও, আছে আজো স্থান।

৭

বিশ্ব-বিধাতার কাছে আত্ম-সমর্পণ
নহে কভু দুর্বলতা। নহেক পীড়ন
আত্মার আহুতি। সত্য-দ্রষ্টা দার্শনিক
দিয়াছে হাদীস —শুন মুগ্ধ আধুনিক ঃ—
"আত্ম-সমর্পণ আত্ম শক্তিরই লক্ষণ
অনল দহনে খাঁটী সুবর্ণ যেমন।"

বিলাপে নাহিক লাভ। করুণ ক্রন্দন
আত্মার দীনতা আর ভীরুতা-লক্ষণ।
শোক-তাপ-দুখঃ-ভরা বিশ্বের অন্দরে,
সত্যিকার সুখ-শান্তি পাইবে অন্তরে,
সর্ব-অবস্থায় যদি রাখহ স্মরণ—
"সাম্রাজ্যের মত বটে মানুষের মন।"

৮

আপদ-বালাই আর নিরাশার বাণ
আসিবে বাজিবে বুকে। শাণিত কৃপাণ
সৈনিক-নিয়তি। এই জীবনের রণে
ব্যর্থতা-বেদনা-ত্রাণ রুজ-দিল জনে।
ভুলনা-"জীবন নহে কুসুম-কানন,
মরণের আগে মরে কাপুরুষগণ।"

মনে পড়ে আজ যবে মরণের ছায়া
নেমেছিল চারিভিতে, জীবনের মায়া
ছিন্ন করি জিন্দা-দিল্ কবি-দার্শনিক
অজানার লোকে যবে সাজিল পথিক—
বলেছিল বজ্র-কণ্ঠে বিলোল বচনে—
"মুস্‌লিম আমি, ভয় নাহিক মরণে।"

৯

খোদার লাগিয়া যাঁর জীবন নিসার,
সেইত মুস্লিম খাঁটী, বান্দা দিল্দার।
"জীবন-মরণ-ধন-সম্পদ-সম্মান-
সকলি খোদার তরে", ঘোষিছে কোরান।
মোমেনে আশ্বাসি কহে ইলাহী আল্মীন্—
"ইন্নাল্-লাহা নায়াস্ সাবেরীন।" *

আখেরী নবীর যেবা সত্যি তাঁবেদার
মাটীর গোলাম বনা সাজেনা তাহার।
ভুলনা খোদার বাণী—কোরানী কালাম,
আখেরী মোরশেদে ভেজ দরুদ সালাম।
ভূগোলের ভণ্ডামী ইস্লামে না সাজে
মুস্লিম ওতান যেথা ইস্লাম বিরাজে।

---

* নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সবরকারীদের সহায়।

১০

পশ্চিমের পানে আজ দেখ একবার,
দেখ চেয়ে বিশ্ব-বুক কত বেকরার।
কেন এ অশান্তি খুন খারাবী দজ্জালী ?
মানুষের প্রাণে এই পশুর পয়মালী ?
ভৌগোলিক-জাতীয়তা-দানব-দয়ায়
লহুর দরিয়া বহে বিশ্ব-বাগিচায়।

খোদার 'খলীফা' কিম্বা সৃষ্টির রতন
কবলিত পশু-করে। বিরোধ-বন্ধন
নিঠুর নিয়তি তার। শাণিত কৃপাণ
ঝুলিছে মস্তক'পরে। 'বম্বার' বিমান
উড়িছে আকাশে, তুলি প্রলয় হুঙ্কার—
"চাহি রক্ত—তাজা খুন বিশ্ব বসুধার।"

১১

আশা-নিরাশার এই দোদুল-দোলায়—
কি তান তুলিব আজ? কবির কথায়—
"মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে,
বাঁচিব, বাঁচাব ওরে কি ভয় মরণে!
আজিকার অভিশাপ পশ্চিমের দান,
প্রাচ্যেরে জাগিতে বল মেলিয়া নয়ান।"

পাউন্ড-শিলিং-পেন্স-ইয়েন-ডলার,
দুনিয়ার বুকে আজ করিছে ফলার।
'জোড় যার জিৎ তার'—জংগলের নীতি
প্রদীপ্ত প্রতীচি প্রান্তে প্রচলিত রীতি।
মানুষ হয়েছে আজ মেশিনের দাস
বিভ্রান্ত বিজ্ঞান বিশ্ব করিবে বিনাশ।

১২

পোষিছে মানুষ বন্য-জীব জানোয়ার,
নিজেরে পোষোন কিন্তু মজার ব্যাপার।
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা-সমানাধিকার
সততা-বাঞ্চিত বুলি—ফাঁকি চমৎকার।
কৌশল-কলায়-ভরা কূটনীতি-মায়া
করিয়াছে রাজনীতি প্রাণহীন কায়া।

বায়ান্ন বছর আগে সত্য-দ্রষ্টা কবি,
এঁকেছিল কী সুন্দর সত্যিকার ছবি!—
"হে পাশ্চত্য-অধিবাসী! দুনিয়া খোদার
নহেক দোকান মেকী মিশাল মুদ্রার!
তোমারি সভ্যতা হবে শান্‌দার অসি,
ক্ষীণ তব আশিয়ান পড়িবেক ধসি"॥

১৩

এটম বোমার ভয়ে বিশ্বে হাহাকার,
হাইড্রোজেন বোমা বুঝি করে ছাড়খার
বিশাল বসুধা বাগ। "আল্লাহ্‌র রহম্‌তে
হয়োনা নিরাশ"-বাণী রাজে কোরানেতে।
বেকার বাতিল বাণী নহেক কোরান,
ইস্‌লামী ইরশাদ আজো হয়নি পুরান॥

কায়েদে আজম জিন্নাহ্‌ সাচ্চা মুছলমান,
খোদার খালেছ দান পুণ্য পাকিস্তান।
আঁধার গিয়াছে কাটি, নতুন ঊষার
নূরানী আলোক-রাঙা আকাশ উদার।
আকাশের আশীর্বাদ ঝুরে শবনাম,
প্রাণ্‌-পুটে প্রাণবান প্রাণের পয়াম॥

তাম্মাৎ বিল্-খায়ের

আঁধারের পর আলো,
আলোকের পর অন্ধকার,
প্রকৃতির নীতি চিরন্তন
বিচিত্র এ বক্ষে দুনিয়ার ॥

কায়েদের কিয়াদতে
প্রতিষ্ঠিত পুণ্য পাকিস্তান,
ইসলামী শিক্ষার তরে
খোদাদাদ্ বাগ্ আলী শান ॥

"আসিয়াছে পাকিস্তান
থাকিবার তরে" বাণী কহে,
দুশ্‌মণ-দাজ্জাল-দাঁয়ে
কাটিবার তরু তাহা নহে ॥

"তৌহীদের আমানৎ
গচ্ছিত যে মুস্‌লিম সীনায়,
মিটানো আছান্ নহে
আমাদের নাম্-নিশানায় ॥"

চলে গেছে ইক্‌বাল
ইস্‌লামের খাদেম খালেস,
সত্য-দ্রষ্টা দার্শনিক,
আয়েন্দার দিশারী দানেশ॥

বলেছিল্‌ এক কথা
বহুদিন আগে লিয়াকতে,
উজীরে আজম রূপে
এসেছিল যবে জিয়ারতে॥

বলেছিল লিয়াকৎ—
"ভাঙিবনা আকীদা তোমার,
করি যদি সবে কাজ
হবে তাহা মর্জীতে খোদার॥"

লিয়াকৎ নাহি আজ,
মাক্কারীতে বনিল শহীদ,
মাক্কার-মরদুদগণ
নহে কভু খোদার সুহৃদ॥

শোনাই আবার সবে
কালামুল্লাহ্‌ কোরাণের বাণী—
"মাক্‌কারে ধরিতে আল্লাহ্‌
শ্রেষ্টতম শক্তিমান জ্ঞানী॥"

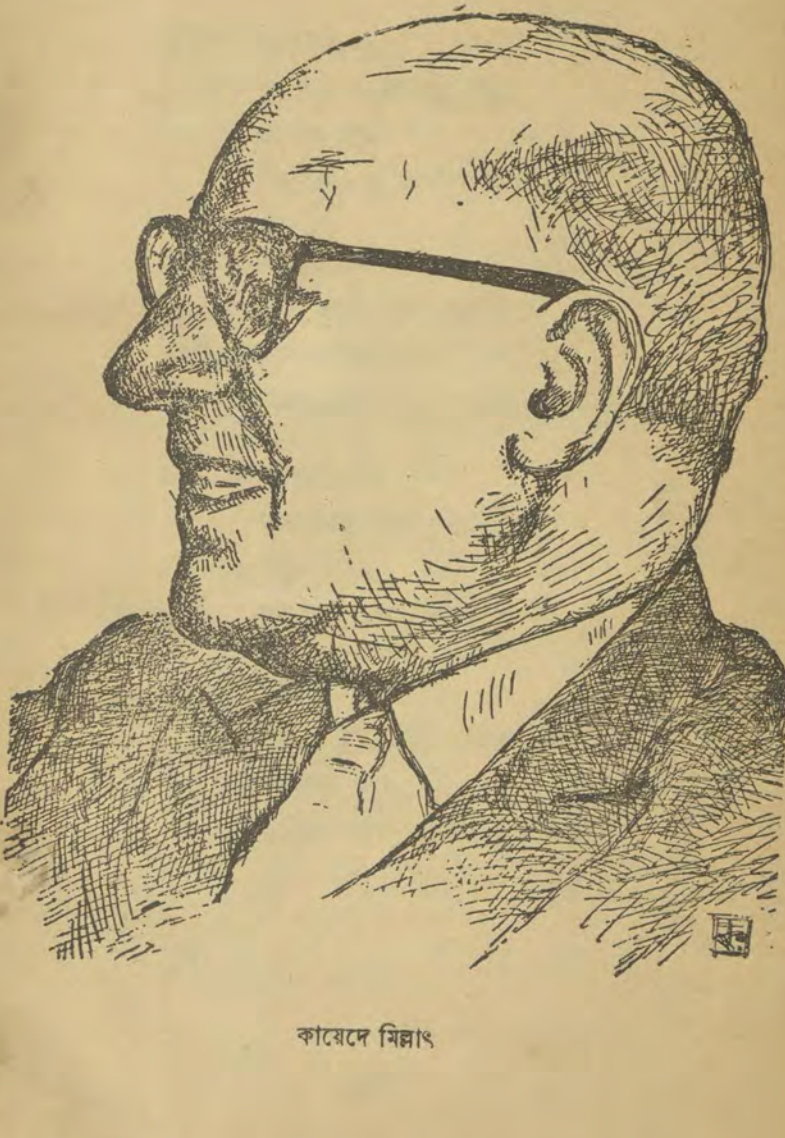

কায়েদে মিল্লাৎ

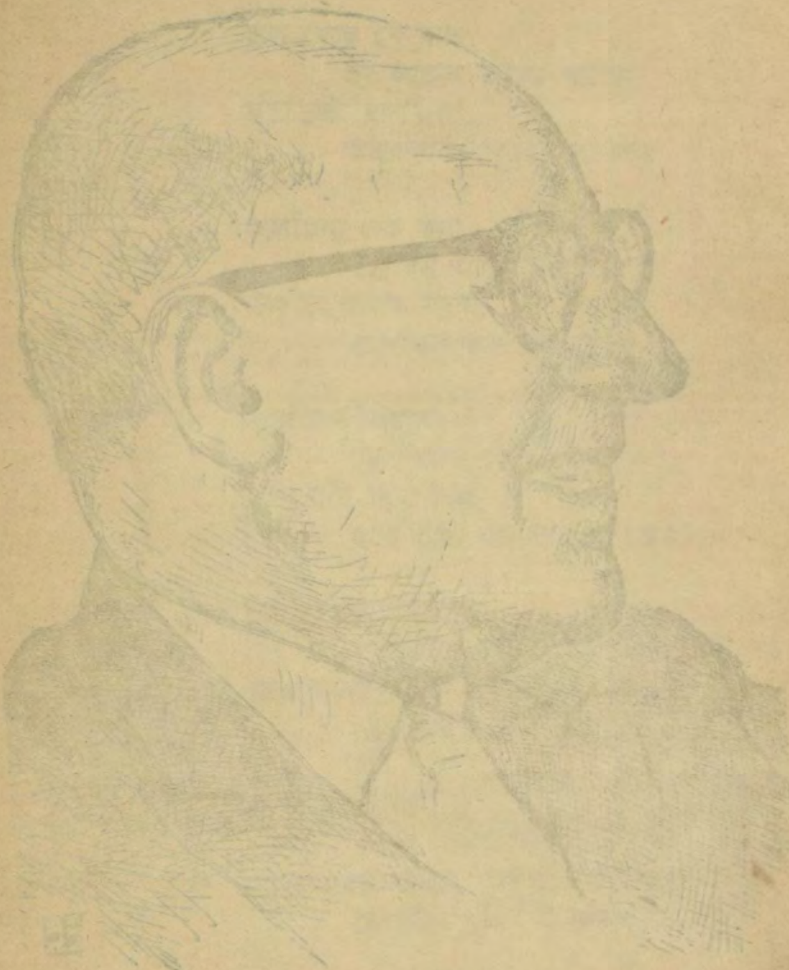

নাহি শংকা নাহি ভয়,
সত্যের নাহি কভু ক্ষয়,
খোদার কালাম কহে—
"বাতিলের বিলয় নিশ্চয়॥"

তাইতো নিদান কালে
ডুবু-ডুবু তরী বাঁচাইতে,
আসিল সেনানী-দল
"**আয়ুবের**" আদেশে-ইঙ্গিতে॥

জাতির জীবন তরী
অবহেলি তরঙ্গ দামাল,
প্রগতির পথে পুনঃ
প্রসারিয়া প্রতীতির পাল॥

"মানহ খোদায় আর
মানহ রসূলে মকবুল,
মিল্লাতী নেতায় মান,
লাভ-লোভে করোনাক ভুল॥"

"খোদার সুদৃঢ় রশি
আকাড়িয়া থাক সবে ধরি,
বিচ্ছিন্ন হয়োনা কভু"—
কালামুল্লাহ্ কহে যে গুঞ্জ

শুনেছ আয়ুব-বাণী?
"মানুষের তরে বটে দীন,
দীনের লাগিয়া কেন
মানুষেরা হবে গমগীন?"

"মোমেন বান্দারা ভাই,
মানুষ যে খলীফা খোদার"—
এ নহে আমার কথা
কোরানেরি কালাম উদার॥

"মানুষেরই খেদ্‌মতে
কাটাইব জিন্দেগী আমার—"
আয়ুবের এই বাণী
কোরানেরি বাণী সত্যিকার॥"

প্রেসিডেণ্ট, ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ আইয়ুব খাঁ

"দেখিবারে চাহ যদি
খোদার দিদার আখেরাতে,
জিন্দেগী গোজার কর
নেকামল আর লা-ইলাতে॥ " *

উম্মতের তরে তাই
নবীজীর বাণী শান্‌দার—
"দুনিয়া আখের-খেতী,"
শুন শুন বান্দা নেক্‌কার॥

* লা-ইলা= লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্‌— আল্লাহ্‌ বিনে নাহি যে মাবুদ।

॥ তামাম শোদ্‌ ॥

ইশ্‌তেহার

আল্লাহ্ চাহেত, ইক্‌বাল-নজরুল ইসলাম সোসাইটী এই পুস্তকের "তমহীদ" ও "তান্মাৎ-বিল-খায়ের" অংশের মারফতে পূর্ব পাকিস্তানে কবিয়াল ও জারী-গায়কগণের একটী প্রতিযোগীতার ইরাদা রাখে—ঢাকা শহরে, আগামী মাসে বা পরে।

প্রতিযোগী-দল নিজস্ব সুরে ও ভঙীতে গাইবেন। শ্রেষ্ঠ দলকে দেওয়া হবে প্রথম পুরষ্কার। পুঁথি পড়ারও প্রতিযোগিতা হবে। পুরষ্কারেরও ব্যবস্থা হবে।

একাধিক দল প্রতিযোগীতা করলে একাধিক পুরস্কারেরও ব্যবস্থা থাকবে।

কেন্দ্রীয় সোসাইটী বা শাখা সমূহের সহিত যোগাযোগ কায়েম করুন।

শাখা সমূহের নাম-ধাম অপর পৃষ্ঠায়।

৫, পুরানা পলটন,
ঢাকা—২
২৭শে জানুয়ারী, ১৯৬০
(টেলিফোন ৫৭৩৯)

আরজ গোজার
মীজানুর রহমান
চেয়ারম্যান, ইক্‌বাল—নজরুল
ইস্‌লাম সোসাইটী

ইকবাল—নজরুল ইস্‌লাম সোসাইটীর শাখা সমূহ :—

১। চট্টগ্রাম নাইট কলেজ
২। চট্টগ্রাম ইস্‌লামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজ
৩। সাতকানিয়া কলেজ, চট্টগ্রাম
৪। সুনামগঞ্জ কলেজ, সিলহেট
৫। কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী, মোমেনশাহী
৬। মুনশীগঞ্জ কলেজ, ঢাকা
৭। জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা
৮। কেন্দ্রীয় মহিলা কলেজ, ঢাকা
৯। কারমাইকেল কলেজ, রংপুর
১০। গাইবান্ধা কলেজ, রংপুর
১১। নাজিমুদ্দিন হল, দিনাজপুর
১২। সিরাজগঞ্জ কলেজ, পাবনা
১৩। কুষ্টিয়া কলেজ, কুষ্টিয়া
১৪। উমা গার্লস স্কুল, নোয়াখালী
১৫। আতাতুর্ক হাই স্কুল, নোয়াখালী
১৬। নবীনগর হাই স্কুল, ত্রিপুরা
১৭। দিল্‌ওয়ার মেমোরিয়েল স্কুল, ত্রিপুরা

IQBAL ACADEMY PAKISTAN Library 3/0/9 LAHORE

00031019